অর্ণব সাহা

২

গুহার ভিতরে এক রমণীর খোলা চুল শচীশের মুখে
পড়েছিল!
রোমশ জন্তু, যাকে অন্য কোনও ডাকনামে
সম্বোধনের কথা ভাবেওনি কেউ। তার ছায়া
হাজার আলোকবর্ষ দূর থেকে গ্রহণের সংকেত
দিয়ে যায়...

অলৌকিক ছোঁয়া পেয়ে পুরুষের শিশ্ন জেগে ওঠে
ওদের বাগানে পাখি গান গায়। আরও বিপন্নতা
নাবিকসমেত ওই স্টিমারের ভবিষ্যৎ কিনারগামী করে!

কালক্রম মেনে চাঁদ ডুবে যায়। চরাচরে ভরাকোটাল
হয়...

৩

এই পথ বারণাবতের। আটমাসের নির্বাসনে পাঠিয়ে আমার
সংকুচিত আত্মাকে খাঁচাবন্দী করেছে শিকারি।
বুকের মধ্যে দোল খায় একজোড়া কচি নরম হাত
যাকে সেই গতজন্মে ছেড়ে এসেছিলাম আমি...

অশ্রু এক অপার্থিব আখ্যান। সেই ভোরবেলায়
দুই বন্ধু পথের মোড়ে ধাক্কা খেয়ে ভিন্ন হয়ে গেল।
হাঁড়ি আলাদা হয় একান্নবর্তী পরিবারের
একজন সাঁতার কাটে। বাকিরা তলিয়ে যেতে শেখে।

এইভাবে কবিতা হবে না। বুনুয়েলের 'অবস্কিওর
অবজেক্ট অফ ডিজায়ার' ছবির মতো হাতফেরত
সারিবদ্ধ আঁতেলদের আড্ডায়, ওহে, কেউ
পিঠ চাপড়ে দিলেই ভেবো না কবিতা হচ্ছে!

কবিতা আসলে মুঘল জাফরির মতো। ভিতরে
সচ্ছন্দ আলোবাতাস খেলে...

৬

মনশ্চিকিৎসক, তুমি প্রথম শেখালে আমি কীভাবে নিজের
ব্যাকড্রপ তৈরি করব। রসদ সংগ্রহ করব নিজেকে বাঁচাতে।
এই শীত। এই ঝড়-বৃষ্টি সমাকীর্ণ মহাদেশে
যেখানে মানুষ আজও মেরুভল্লুকেরই মতো আদিম,
আগ্রাসী!

আমরা সব সম্ভাবনা বাইরে থেকে খুঁজে নিতে চাই
ভিতরমহলে রয়েছে আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার

পারলে গভীরে যাও। মগজের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে
তুলে আনো মাংস-মজ্জা, বাতানুকূল ক্লেদ ও সমাধি
পারলে শিরার গায়ে আচমকা ব্লেড চালিয়ে দাও
ঘুম ছিঁড়ে ফেল। ওটা আত্মসমর্পণ। ওকে মাথায়
তুলো না!